



292107 - রমযান মাসে কয়িমুল লাইলে ফযলিত পাওয়ার জন্য রমযানে সব রাতে কয়িমুল লাইল আদায় করা কশিত?

প্রশ্ন

আমার কাছে রমযানে কয়িমুল লাইল সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আছে। "যে ব্যক্তি ঈমানে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়িম পালন করবে..." এ হাদিসের অর্থ কি গোটো রমযান মাসে প্রতি রাতে কয়িমুল লাইল আদায় করতে হবে? যদি ত্রিশরাতের মধ্যে একটি রাত কটে বাদ দেয় হাদিসে বরণতি পুরস্কার ও ক্ষমা কিসে পাবে না? কয়িমুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনম্ন সীমা কোনটি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি ঈমানে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তির আশা নিয়ে রমযান মাসে কয়িমুল লাইল আদায় করবে তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।"[সহি বুখারী (২০০৯) ও সহি মুসলিম (৭৫৯)]

রমযান মাস ব্যবহার করায় কথাটি রমযানে সকল রাতকে অন্তর্ভুক্ত করছে। তাই হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে— মাসে সকল রাতে কয়িম পালন করার সাথে উল্লেখিত সওয়াবটি সম্পৃক্ত। আস-সানআনী (রহঃ) বলেন: "হাদিসের এমন একটি অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি মাসে সকল রাতে কয়িমুল লাইল আদায় করাকে উদ্দেশ্য করছেন। যে ব্যক্তি কিছু রাত কয়িমুল লাইল পালন করবে সে ব্যক্তির জন্য উল্লেখিত ক্ষমা হাছলি হবে না। এটাই হাদিসের প্রত্যক্ষ অর্থ।"[সুবুলুস সালাম (৪/১৮২) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "যে ব্যক্তি রমযানে কয়িম আদায় করবে" অর্থাৎ রমযান মাসে। এ কথাটি গোটো মাসকে শামলি করছে; মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।"[শারহু বুলুগুল মারাম (৩/২৯০)]

যে ব্যক্তি মাসের কিছু রাতে বিশেষ কোন ওজরকে কারণে কয়িম পালন করতে পারেনি তার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, হাদিসে উল্লেখিত সওয়াব তার জন্যে অর্জিত হবে।



আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে থাকে তার জন্য সবে মুকীম (গৃহ অবস্থানকারী) থাকা অবস্থায় কথিবা সুস্থ থাকাবস্থায় যে আমলগুলো করত সেগুলো লিখে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (২৯৯৬)]

আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন ব্যক্তির যদি রাতের নামাযের অভ্যাস থাকে; কিন্তু কোনদিন যদি তাকে ঘুমে কাবু করে ফলে; তাহলে তার জন্য নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে। আর তার ঘুম হবে তার জন্য সদকা।"[সুনানে আবু দাউদ (১৩১৪); আলবানী ইরওয়াউল গালিলি গ্রন্থে (২/২০৪) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

আর যদি অলসতা করে কিছু রাতের নামায না পড়ে তাহলে হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে সে ব্যক্তি উল্লখেতি সওয়াব পাবে না।

দুই:

রমযান মাসে কয়ামুল লাইল এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা: শরিয়ত কয়ামুল লাইলের নির্দিষ্ট কোন রাকাত সংখ্যা উল্লখেতি করেনি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: "রমযানের কয়াম: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেননি..."।

যে ব্যক্তি মনে করছে যে, রমযান মাসে কয়ামুল লাইলের নির্ধারণিত সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত; এ সংখ্যার মধ্যে বাড়ানো বা কমানো যাবে না— সে ব্যক্তি ভুলের মধ্যে আছেন...। কখনও কখনও কটে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠলে তার ক্ষত্রে ইবাদত দীর্ঘ করা উত্তম। আবার কখনও কখনও কটে যদি কর্মচঞ্চলতা না পায় তখন তার ক্ষত্রে ইবাদতকে সংক্ষিপ্ত করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি যদি কয়াম (দাঁড়ানো) কে দীর্ঘ করতেন তাহলে রুকু-সজেদাও দীর্ঘ করতেন। আর যদি কয়াম (দাঁড়ানো)কে সংক্ষিপ্ত করতেন তখন রুকু-সজেদাও সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফরয নামায, কয়ামুল লাইল কথিবা কুসুফ (সূর্য গ্রহণ)-এর নামায ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এভাবে করতেন।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৭২-২৭৩)]

সারকথা: কয়ামুল লাইলের সর্বোচ্চ কোন সীমারখো নাই। একজন মুসলমি যত রাকাত ইচ্ছা পড়বে।

পক্ষান্তরে, একজন মুসলমিরে কয়ামুল লাইলের সর্বনিম্ন সীমা: এক রাকাত বতিরিরে নামায।

এর মাধ্যমে রমযানের কয়ামুল লাইল পড়া অর্জিত হওয়া জানা যায় সুস্পষ্ট কয়ামেরে ভিত্তিতে। যহেতে শরিয়ত রমযান মাসে



বশিষে কয়ামুল লাইলরে প্রতী উদ্বুদ্ধ করছে যেটে বছররে অন্য রাত্রিগিলোর কয়ামুল লাইলরে চয়ে তাগদিপূর্ণ। এটাই ছলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সলফে সালহীনরে অবস্থা। এমনকি এক পর্যায়ে নির্ধারতি ইমামরে পছনে মসজদি কয়ামুল লাইল আদায় করার বধিান আসে; অন্য নামায়রে ক্ষতেরে যে বধিান আসনে। ইমাম সম্পূর্ণ নামায় সমাপ্ত করা পর্যন্ত ধরৈষ ধরার প্রতী উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "নিশ্চয় যদি কোন ব্যক্তি ইমামরে সাথে ইমাম নামায় শেষে করা পর্যন্ত নামায় পড়ে তাহলে তার জন্য গোটো রাত কয়ামুল লাইল আদায় করার সওয়াব হিসাব করা হবে।"[সুনানে আবু দাউদ (১৩৭২), সুনানে তরিমযি (৮০৬); তরিমযি বলনে: এটি একটি হাসান সহীহ হাদিস]

আরও জানতে দেখুন: [153247](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পক্ষান্তরে, কটে যদি একাকী কয়ামুল লাইল আদায় করে তার ক্ষতেরে উত্তম হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে আদায় করতনে সভাবে মনোযোগরে সাথে ১১ রাকাত আদায় করা; যাত করে সে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশায় নামায় পড়া বাস্তবায়ন করতে পারনে।

আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণতি তনি আয়শো (রাঃ) কে জিজ্ঞেসে করনে: রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নামায় পড়া কমনে ছিলি? তনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে ও রমযান ছাড়া ১১ রাকাতরে বেশি নামায় আদায় করতনে না। তনি চার রাকাত নামায় আদায় করতনে; এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তনি আরও চার রাকাত নামায় পড়তনে এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসে করবনে না। এরপর তনি তনি রাকাত নামায় পড়তনে।"[সহিহ বুখারী (১১৪৭) ও সহিহ মুসলিম (৭৩৮)]

যদি কটে এর চয়ে বাড়ায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আরও জানতে দেখুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।